মডেল টেস্ট-০২

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান– ১০০

[দ্রষ্টব্য : দক্ষিন পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ: ১×৫০=৫০

১. অনুপের মা পাড়া-প্রতিবেশীকে যেমন সাহায্য করেন, তেমনি বাড়িতে লালনকৃত জীবজন্তুরও পরিচর্যা করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে কার সেবা করেন?
ক. দেবদেবীর খ. ঈশ্বরের
গ. মহাপুরুষের ঘ. অবতারের

২. 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' – বক্তব্যটির তাৎপর্য অনুযায়ী তুমি কী করবে?
ক. জীবের পূজা-অর্চনা খ. ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা
গ. দেব-দেবীর আরাধনা
ঘ. সংস্যার ত্যাগ করে ঈশ্বর আরাধনা

৩. ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা–
ক. দেবালয় স্থাপন করব
খ. মূর্তি তৈরি করব
গ. জীবসেবা করব ঘ. মন্দিরে যাব

৪. মালতী দেবী তার তার এলাকার কিছু অসহায় শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নেন। তার মধ্যে কোন গুণটি ফুটে উঠেছে?
ক. কর্তব্যপরায়ণতা খ. সততা
গ. সামাজিকতা ঘ. ঈশ্বর ভক্তি

৫. তোমার গ্রামে একজন দরিদ্র লোক বাস করে। তুমি তার জন্য কী করবে?
ক. গ্রাম থেকে বের করে দেবে
খ. এক ঘরে করে রাখবে
গ. সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে
ঘ. ঘৃণা করবে

৬. আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াব, কারণ–
ক. তাকে সাহায্য করার কেউ নেই
খ. তার কিছু করার সামর্থ্য নেই
গ. সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন
ঘ. সকলে সুখী হবে

৭. কোনো কাজ শুরু করার পূর্বেই সবাই স্রষ্টার নাম স্মরণ করে, কারণ—
ক. মনে শক্তি আসে খ. কাজটি ভালো
গ. তিনি বুদ্ধি দেন ঘ. এটি সবাই করেন

৮. ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সৌমিক স্যার দেব-দেবীর উদাহরণ দিলেন। তিনি ঈশ্বরের কোন রূপ তুলে ধরেছেন?
ক. সাকার খ. নিরাকার
গ. অবতার ঘ. আত্মা

৯. মৌমিতার মা প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী দেবীর পূজা করেন। তিনি মূলত কার পূজা করেন?
ক. ঈশ্বরের খ. ব্রহ্মার
গ. অবতারের ঘ. যোগীর

১০. পুরোহিত মশায় বললেন, অত্যাচারীদের বিনাশ করতেই ঈশ্বর যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। পুরোহিত মশায় ঈশ্বরের কোন রূপের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?
ক. অবতার খ. নিরাকার
গ. আত্মা ঘ. ব্রহ্ম

১১. বিনিতা দেবী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করেন। তিনি ঈশ্বরের কোন রূপের আরাধনা করেন?
ক. সাকার খ. নিরাকার
গ. ব্রহ্ম ঘ. আত্মা

১২. তোমার মা নিয়মিত উপাসনা করতে চান। এজন্য তার কী প্রয়োজন হবে?
ক. দেহ-মন পবিত্র হতে হবে
খ. ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে
গ. উচ্চ বংশীয় হতে হবে
ঘ. প্রচুর অর্থসম্পদ থাকতে হবে

১৩. তোমরা শিক্ষা সফরে যাচ্ছো। যাত্রা শুরু করার পূর্বে তুমি কী করবে?
ক. নীরব থাকবো খ. ঈশ্বরকে স্মরণ করবো
গ. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবো ঘ. শিক্ষকের কথা শুনবো

১৪. ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য পুরোহিত মশায় তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে বললেন। এক্ষেত্রে তুমি কোন গ্রন্থটি পড়বে?
ক. বেদ খ. মহাভারত
গ. রামায়ণ ঘ. স্মৃতিশাস্ত্র

১৫. বিনয় প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিচ্ছন্ন হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে। তার এ নিত্যকর্ম কোন পর্যায়ভুক্ত?
ক. প্রাতঃকৃত্য খ. মধ্যাহ্নকৃত্য
গ. সায়াহ্নকৃত্য ঘ. রাত্রিকৃত্য

১৬. মিতা দেবী দেবতাদের উদ্দেশ্যে সুর করে কিছু মন্ত্র পাঠ করেন। তিনি কোন সংহিতাটি চর্চা করেছেন?
ক. অথর্ববেদ খ. সামবেদ
গ. যজুর্বেদ ঘ. ঋগবেদ

১৭. তুমি দুর্গা দেবীর বর্ণনা জানতে চাও। এক্ষেত্রে তুমি কোন পুরাণটি পড়বে?
ক. অগ্নিপুরাণ খ. দেবীপুরাণ
গ. কালিকা পুরাণ ঘ. নরসিংহপুরাণ

১৮. তপু বিশ্বাস নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। তাকে আমরা কী বলতে পারি?
ক. নির্মোহ খ. লোভী
গ. আত্মজ্ঞানী ঘ. আত্মকেন্দ্রিক

১৯. স্বদেশি আন্দোলনে বিনোদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ প্রেক্ষিতে তোমার করণীয় কী?
ক. দেশকে ভালোবাসা খ. সংযমী হওয়া
গ. গভীর তপস্যা করা ঘ. দানশীল হওয়া

Teachingbd.com

২০. 'যত মত, তত পথ'— বক্তব্যটি থেকে তুমি কী ধারণা পোষণ করবে?
ক. ঈশ্বর সাধনার পথ একটি
খ. ঈশ্বর আরাধনার পথ বহু
গ. ঈশ্বর বহু
ঘ. ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা এক

২১. সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন—
ক. ন্যায়বোধ খ. কর্তব্যবোধ
গ. সত্যবাদিতা ঘ. সকলের সহযোগিতা

২২. বিভিন্ন ধর্মের লোকদের ধর্ম বিশ্বাস ভিন্ন, আমাদের উচিত—
ক. নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করা
খ. অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করা
গ. অন্যের মতামত শুনা
ঘ. জনগণের সাথে ধর্ম সম্পর্কে কথা বলা

২৩. সুমন ও তুমি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মাঠে খেলা করতে গেলে। এমন সময় একজন প্রতিবেশী খেলা না করে তোমাদের স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ ছিল। তোমারা কী করবে?
ক. স্কুলে যাব না খ. খেলতে থাকব
গ. গুরুত্ব দেব না ঘ. তার পরামর্শ মান্য করব

২৪. তোমার বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অবনিবাবুকে পথে দেখলে তুমি কী কর?
ক. কুশল জিজ্ঞাসা করি খ. বাসায় যেতে বলি
গ. বিদ্যালয়ে আসতে বলি
ঘ. প্রণাম ও কুশল বিনিময় করি

২৫. বিদ্যালয়ে বিরতির সময় শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ধর্মের এক সহপাঠীকে প্রার্থনারত অবস্থায় দেখে তোমার করণীয়—
ক. নীরব থাকা খ. গান গাওয়া
গ. খেলাধুলা করা ঘ. তার সঙ্গে কথা বলা

২৬. নিজের ক্ষতি হলেও তুমি কারো অমঙ্গল কামনা কর না। তোমার এ গুণটির নাম কী?
ক. পরোপকারিতা খ. পরমতসহিষ্ণুতা
গ. শিষ্টাচার ঘ. অহিংসা

২৭. প্রাচীন ভারতের 'ঋষি বশিষ্ঠ ও রাজা বিশ্বামিত্র' সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে। এ ঘটনাটি হতে তুমি কোন নীতি শিক্ষাটি লাভ কর?
ক. সদা সত্য কথা বলা খ. ত্যাগ স্বীকার করা
গ. অহিংসা ধর্মের অর্জা ঘ. উদারতা প্রকাশ করা

২৮. মহাভারতে-পাণ্ডব বংশের দ্বিতীয় ভীম রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে নগরের সবাইকে রক্ষা করেছিলেন। এখানে ভীমের কোন গুণটি প্রকাশ পায়?
ক. অমিতব্যয়িতা খ. সহনশীলতা
গ. পরোপকারিতা ঘ. শিষ্টাচার

২৯. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, "বেশি খাবি তো কম খা।"— একথাটির তাৎপর্য তোমার দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে প্রতিফলন ঘটাবে?
ক. উপবাসের মাধ্যমে
খ. পরিমিত আহার গ্রহণের মাধ্যমে
গ. বেশি খাবার গ্রহণ করে
ঘ. প্রচুর পানি পানের মাধ্যমে

৩০. মনের শক্তি বাড়াতে তুমি কী করবে?
ক. খেলাধুলা খ. সাঁতার কাটা
গ. হাঁটাচলা ঘ. যোগব্যায়াম

৩১. উর্মির পিতা পরিমিত আহার করেন। তিনি শাকসবজি ও ফলমূলকে গুরুত্ব দেন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করেন, কারণ—
ক. তিনি সুস্থ থেকে ধার্মিক হতে চান
খ. তিনি সকলের অনুসরণীয় হতে চান
গ. পরিমিত আহার শরীরকে সুস্থ রাখে
ঘ. পরিমিত আহার ও ব্যায়াম স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক

৩২. তুমি পরীক্ষার আগে অবাঞ্ছনীয় চিন্তা করে অসুস্থ হয়ে গেলে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য তুমি কী করবে?
ক. ঔষধ গ্রহণ খ. খেলাধুলা
গ. খাদ্য গ্রহণ ঘ. আসন অনুশীলন

৩৩. তোমার বন্ধু গোমুখাসন অনুশীলন করে। এর ফলে তার কী হবে?
ক. দেহ নমনীয় হবে খ. ব্যাধির বিনাশ ঘটবে
গ. উত্তেজনা প্রশমিত হবে
ঘ. মেদ কমাবে

৩৪. তোমার বন্ধু সাধনার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে চায়। এজন্য তাঁকে কোন কাজটি করতে হবে?
ক. উপবাস করতে হবে
খ. ঈশ্বরের সেবা করতে হবে
গ. আসন অনুশীলন করতে হবে
ঘ. মানুষের সেবা করতে হবে

৩৫. দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে তুমি বিদ্যালয়ে কোন কাজে অংশগ্রহণ কর?
ক. শিক্ষা সফর খ. বিতর্ক প্রতিযোগিতা
গ. জাতীয় দিবস পালন ঘ. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

৩৬. রতন তার প্রিয় কলমটি বন্ধুকে দিবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু পরবর্তীতে সে সেটি দিল না। এতে কী প্রকাশ পায়?
ক. বন্ধুকে কষ্ট দিল খ. বিশ্বাস ভঙ্গ করল
গ. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল ঘ. বন্ধুকে বোকা বানালো

৩৭. তুমি দেশকে ভালোবাস, এটি তোমার মধ্যে কী তৈরি করবে?
ক. জনগণের প্রতি আবেগ খ. দেশের প্রতি অনুরাগ
গ. নিজ দেশের জন্য গর্ববোধ
ঘ. দেশের কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা

৩৮. পূজারীগণ যখন দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করে তখন তাদের মনে উদিত হয় ঈশ্বরের প্রতি—
ক. অনুরাগ খ. আবেগ
গ. আনন্দ ঘ. গর্ব

৩৯. মহালয়া অনুষ্ঠান চলছে, এ অনুষ্ঠানের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তুমি কী কর?
ক. পূর্ব পুরুষদের স্মরণ খ. বন্ধুর স্মরণ
গ. শিক্ষককে স্মরণ ঘ. গুরুকে স্মরণ

Teachingbd.com

৪০. আজ সমস্ত গ্রাম হোলি খেলার উৎসবে মেতে উঠেছে। গ্রামবাসী কোন উৎসবটি পালন করছে?
ক. চৈত্র সংক্রান্তি খ. মহালয়া
গ. দোলযাত্রা ঘ. গাস্‌সি/গাস্যি

৪১. আমাদের সৃজন, পালন ও সংহারকর্তা —
ক. রাজা খ. ঈশ্বর
গ. পিতামাতা ঘ. বড়ভাই

৪২. 'অন্ত' মানে কী?
ক. শুরু খ. আদি
গ. অনন্ত ঘ. শেষ

৪৩. ঈশ্বরের নিকট স্তব-স্তুতির উদ্দেশ্য হলো—
ক. ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া
খ. শক্তি ও গুণ প্রত্যক্ষ করা
গ. মঙ্গল লাভ করা ঘ. ধর্ম পালন করা

৪৪. হিন্দুধর্মের আরেক নাম—
ক. মানবধর্ম খ. সনাতন ধর্ম
গ. বৈষ্ণব ধর্ম ঘ. লৌকিক ধর্ম

৪৫. হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কী?
ক. বেদ খ. উপনিষদ
গ. পুরাণ ঘ. চণ্ডী

৪৬. কত খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়?
ক. ১৯২০ খ. ১৯২১
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২৩

৪৭. যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে— পার্থ সর্বশঃ ॥— এই শ্লোকটি কোথা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে?
ক. পুরাণ খ. চণ্ডী
গ. রামায়ণ ঘ. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

৪৮. শিষ্টাচারের মাধ্যমে আমরা প্রদর্শন করি—
ক. সততা খ. চিন্তা
গ. শক্তি ঘ. সম্মান

৪৯. বশিষ্ঠের আশ্রমে ছিল একটি—
ক. কুকুর খ. কামধেনু
গ. ঘোড়া ঘ. বিড়াল

৫০. কোন আসনে অনিদ্রা দূর হয়?
ক. সুখাসনে খ. পদ্মাসনে
গ. গোমুখাসনে ঘ. সর্বাঙ্গাসনে

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে উত্তরপত্রে লেখ: ১×১৫=১৫

ক. তুমি কেন জীবকে ঈশ্বর হিসেবে চিন্তা করবে?
খ. ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তুমি তাঁকে কী বলবে?
গ. অরূপ প্রতিদিন ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তব করেন। তার এরূপ কাজকে কীসের অঙ্গ বলা হয়েছে?
ঘ. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিনোদের প্রশংসা কেন করেছিলেন বলে তুমি মনে কর?
ঙ. হে পার্থ, মানুষ সকল প্রকারে, আমার পথই অনুসরণ করে। এখানে পার্থ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
চ. শিষ্টাচার প্রদর্শন করলে সমাজ কেমন হবে বলে তুমি মনে কর?
ছ. বিশ্বামিত্র কেন বশিষ্ঠকে হিংসা করতেন?
জ. একজন তুমি কীভাবে সংযম করতে পার?
ঝ. দেশপ্রেমিক কীভাবে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন?
ঞ. ধর্মক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্র কীভাবে গড়ে ওঠেছে?
ট. 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অর্থ কী?
ঠ. মোক্ষ কাকে বলে?
ড. স্বামী প্রণবানন্দ কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
ঢ. সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের পর কত সেকেন্ড শবাসন করতে হয়?
ণ. ধর্মক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্র কীভাবে গড়ে ওঠেছে?

৩. কাঠামোবদ্ধ উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকবে যার মধ্যে প্রথম ৮টি হবে যোগ্যতাভিত্তিক। এর মধ্যে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। শেষ ২টি প্রশ্ন হবে গতানুগতিক। এর মধ্যে ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।) ৫ × ৭ = ৩৫

ক. কুরুক্ষেত্রের অপর নাম কী? ব্রাহ্মণ পত্নী ছাতু চারভাগ করেছিলেন কেন? একজন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে তুমি কীভাবে সাহায্য করতে পার তা তিনটি বাক্যে লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

খ. মৃণাল স্যার ক্লাসে বললেন, ঈশ্বর যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করেছেন। তিনি ঈশ্বরের কোন রূপের কথা বললেন? এ সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১ + ৪ = ৫

গ. তোমার বন্ধু জীবহত্যা, পরনিন্দা, পরচর্চা ইত্যাদি খারাপ কাজ বা পাপ করছে। এ সকল পাপের ফলে তাকে কোথায় যেতে হবে? এ উক্ত স্থানটির যেকোনো দুটি উদাহরণ দাও। এ স্থান সম্পর্কে ৩টি বাক্য লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

ঘ. তোমার বন্ধু এমন একখানি গ্রন্থ পাঠ করছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক উপদেশ দেন। সে কোন গ্রন্থ পাঠ করছে? উক্ত গ্রন্থটি মহাভারতের কোন পর্বের অংশ? উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

ঙ. সকল মত ও পথের মানুষের প্রতি আমরা কীরূপ আচরণ করব— এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

চ. তোমার বন্ধু বড়দের সম্মান করে। উক্ত আচরণকে আমরা কী বলব? এটি কীসের অঙ্গ? এটা আমাদের চরিত্রকে কীভাবে প্রভাবিত করে ৩টি বাক্যে লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

ছ. তোমার বাবা সর্বদা অন্যের মঙ্গল কামনা করেন এবং সবার উপকার করেন। তার এ গুণটি কীসের অঙ্গ? এটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

জ. তোমার বন্ধুরা একে অন্যের গায়ে রং ছিটিয়ে আনন্দ করছে। হিন্দুদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা এ আনন্দ করছে? এ উৎসব কখন শুরু হয়? এ উৎসবের তাৎপর্য ৩টি বাক্যে লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

ঝ. শিব মানে কী? জীবসেবা কী? জীবসেবা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছেন লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

ঞ. ভালো কাজ করলে কী হয়? তাঁরা মৃত্যুর পরে কোথায় যাবে? সে সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। ১ + ১ + ৩ = ৫

Teachingbd.com

উত্তরমালা

১. ১. খ. ঈশ্বরের; ২. খ. ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা; ৩. গ. জীবসেবা করব; ৪. ক. কর্তব্যপরায়ণতা; ৫. গ. সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে; ৬. গ. সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন; ৭. ক. মনে শক্তি আসে; ৮. ক. সাকার; ৯. ক. ঈশ্বরের; ১০. ক. অবতার; ১১. ক. সাকার; ১২. ক. দেহ-মন পবিত্র হতে হবে; ১৩. খ. ঈশ্বরকে স্মরণ করবো; ১৪. ক. বেদ; ১৫. গ. সায়াহ্নকৃত্য; ১৬. খ. সামবেদ; ১৭. খ. দেবীপুরাণ; ১৮. ক. নির্মোহ; ১৯. ক. দেশকে ভালোবাসা; ২০. খ. ঈশ্বর আরাধনার পথ বহু; ২১. ঘ. সকলের সহযোগিতা; ২২. খ. অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করা; ২৩. ঘ. তার পরামর্শ মান্য করব; ২৪. ঘ. প্রণাম ও কুশল বিনিময় করি; ২৫. ক. নীরব থাকা; ২৬. ঘ. অহিংসা; ২৭. গ. অহিংসা ধর্মের অঙ্গ; ২৮. গ. পরোপকারিতা; ২৯. খ. পরিমিত আহার গ্রহণের মাধ্যমে; ৩০. ঘ. যোগব্যায়াম; ৩১. ঘ. পরিমিত আহার ও ব্যায়াম স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক; ৩২. ঘ. আসন অনুশীলন; ৩৩. গ. উত্তেজনা প্রশমিত হবে; ৩৪. গ. আসন অনুশীলন করতে হবে; ৩৫. গ. জাতীয় দিবস পালন; ৩৬. খ. বিশ্বাস ভঙ্গ করল; ৩৭. ঘ. দেশের কল্যাণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা; ৩৮. ক. অনুরাগ; ৩৯. ক. পূর্ব পুরুষদের স্মরণ; ৪০. গ. দোলযাত্রা; ৪১. খ. ঈশ্বর; ৪২. ঘ. শেষ; ৪৩. গ. মঙ্গল লাভ করা; ৪৪. খ. সনাতন ধর্ম; ৪৫. ক. বেদ; ৪৬. খ. ১৯২১; ৪৭. ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৪৮. ঘ. সম্মান; ৪৯. খ. কামধেনু; ৫০. গ. গোমুখাসনে।

২. ক. ঈশ্বর জীবদেহে আত্মারূপে অবস্থান করে জীবকে পরিচালনা করেন, তাই আমি জীবকে ঈশ্বর হিসেবে চিন্তা করব।

খ. ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতা যখন আকার বা রূপ পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলব।

গ. ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তব করাকে হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলা হয়েছে।

ঘ. ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বিনোদ পাঁচশত কর্মী নিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন ও তাঁর এ কাজে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুবই খুশি হন।

ঙ. উক্তিটিতে পার্থ বলতে অর্জুনকে বোঝানো হয়েছে।

চ. শিষ্টাচার প্রদর্শন করলে সমাজ হবে শান্ত ও সুন্দর।

ছ. বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি হওয়া এত সহজ ব্যাপার নয় তাই বিশ্বামিত্র মনে মনে বশিষ্ঠকে হিংসা করতেন।

জ. উপবাসের মাধ্যমে আমি সংযম করতে পারি।

ঝ. দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে দেশপ্রেমিক শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দেশপ্রেমিক যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন।

ঞ. মন্দির ও সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্র।

ট. 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অর্থ সবকিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

ঠ. জন্মান্তর বা পুনর্জন্মের আবর্ত থেকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই হলো মুক্তি বা মোক্ষ।

ড. ১৮৯৬ সালে স্বামী প্রণবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

ঢ. সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের পর ৩০ সেকেন্ড শবাসন করতে হয়।

ণ. মন্দির ও সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মক্ষেত্র বা তীর্থক্ষেত্র।

Teachingbd.com